Diploma Programme
Programme du diplôme
Programa del Diploma

Bengali A: literature – Higher level – Paper 1
Bengali A : littérature – Niveau supérieur – Épreuve 1
Bengalí A: literatura – Nivel superior – Prueba 1

Wednesday 4 May 2016 (afternoon)
Mercredi 4 mai 2016 (après-midi)
Miércoles 4 de mayo de 2016 (tarde)

2 hours / 2 heures / 2 horas

Instructions to candidates

- Do not open this examination paper until instructed to do so.
- Write a literary commentary on one passage only.
- The maximum mark for this examination paper is **[20 marks]**.

Instructions destinées aux candidats

- N’ouvrez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).
- Rédigez un commentaire littéraire sur un seul des passages.
- Le nombre maximum de points pour cette épreuve d’examen est de **[20 points]**.

Instrucciones para los alumnos

- No abra esta prueba hasta que se lo autoricen.
- Escriba un comentario literario sobre un solo pasaje.
- La puntuación máxima para esta prueba de examen es **[20 puntos]**.

2216 – 0021
© International Baccalaureate Organization 2016

International Baccalaureate
Baccalauréat International
Bachillerato Internacional

https://xtremepape.rs/

নিচে দেওয়া দুটি রচনার মধ্যে যেকোন **একটিই** বেছে নিয়ে তার সম্বন্ধে সাহিত্যিক আলোচনা কর:

1.

মিদু কিছুতেই ভুলতে পারে না দেলোয়ার মামাকে। মিদুর কাছে দেলোয়ার মামাই পৃথিবীর একমাত্র ড্রাইভার। তাই সে জার্মানিতে এসেও গাড়ির ড্রাইভিং সীটে যাকে দেখে তাকেই দেলোয়ার মামা ভাবে। ঢাকায় যে মেয়েটা সারাক্ষণ ওকে দেখাশোনা করতো সেই লাবণীকেও ভুলতে পারে না।

অ্যালবামে নানুর ছবি দেখে অস্থির হয়ে ওঠে।

নানুর কাছে যাব।

স্কুলে সবাই খুব অবাক মিদুর সাথে একই সময়ে বিভিন্ন দেশের বাচ্চা ভর্তি হয়েছে ওরা সবাই অ্যাডজাস্ট করে ফেললো। মিদু পারলো না। বাডগোডেসবার্গ রেলস্টেশন থেকে এক্সপ্রেস ট্রেন যখন কোবলেনযের দিকে ছুটে যায়, মিদুর দাদুবাড়ির কথা মনে পড়ে। দাদুবাড়িতে শুয়েও এমন ট্রেন যাবার শব্দ পাওয়া যেত।

দাদু-দিদার কথা খুব মনে পড়ে মিদুর। মনে পড়ে লিলি রীমাদের কথা। দাদু রিকশায় করে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াতো। গ্রামের মধ্যে নিয়ে গিয়ে গরু, হাঁস এসব চেনাতো দিদা কলেজ থেকে ক্লাস নিয়ে ফেরার পথে চিপস নিয়ে আসতো। দাদু দিদার কাছে কোক চিপস খাওয়ার অঢেল অনুমতি। মিদুর কোক চিপস খাওয়া দেখে বাবা ঠাট্টা করে বলে পয়সাওয়ালা ঠিকাদারদের ডেভিড নামে একটা আদুরে ছেলে থাকে। যে শুধু চিপস খায়।

মিদু হচ্ছে আমাদের ডেভিড।

মিদু দেয়ালের একটা পেইন্টিং এ গাছপালা ঘেরা দোতলা বাড়ি দেখে কল্পনা করে ওটা দাদুর বাড়ি। আর ওটা গ্রামের পথ।

তৃণার কাছে মনে হয় চার বছর বয়সের জন্য এতো আবেগ এতো স্মৃতিকাতরতা এসব খুব বেশি বেশি। এসব অস্বাভাবিক আচরণ।

মাঝেমধ্যে মিদু ভীষণ হৈ চৈ করে আবার মাঝেমধ্যে একদম চুপচাপ। গালে হাত দিয়ে বসে থাকে। বাবার মতো কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পিঙ্ক প্যান্থার কিংবা স্পাঞ্জ বাব কার্টুন দেখে। মিদুর মনখারাপ করে শুয়ে থাকা দেখলে মনে হবে ষাটের দশকের বাংলা ছবির নায়ক, প্রেমে ব্যর্থ হয়ে শুয়ে আছে। শুধু সিগ্রেট খেয়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকানোর অপেক্ষা।

মিদুর নবিদুরের সাথে একটাই মিল [...] তার ধারণা পৃথিবীতে শুধু দুটো জিনিস থাকবে, কার্টুন আর গান।

মিদু আসলে একটা অদ্ভুত ক্রসরোডে দাঁড়িয়ে আছে। মা চায় মিদু অন্য বাচ্চাদের মতো ডিসিপ্লিনড হবে। বাবা চায় মিদু যেমন আছে তেমনি থাকবে। তৃণা মনে করে এটা ভাবালুতাগ্রস্ততার সময় নয়। মিদুর বাবা মনে করে এটা গো গেটারদের সময় হতে পারে- কিন্তু কিছু কিছু মানুষ চরম নির্লিপ্ততা নিয়ে আবেগ নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে। তৃণার কাছে, এয়ারপোর্টে টিস্যু দিয়ে চোখের কোনা মোছাটাই আবেগ। মিদুর বাবার ইচ্ছা এয়ারপোর্টে বাবা বেটা একজন আরেকজনকে জড়িয়ে ধরে ভেউ ভেউ করে কাঁদবে।

আজকালকার বাচ্চাগুলো কেমন শুকনো, খাপছাড়া, বাবা-মা থেকে বিচ্ছিন্ন, যত বড়ো হয় একটা এলিট কোকুনের মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে রাখে, ভিডিও গেমস খেলে, ঘন্টার পর ঘন্টা কম্পুটারে গেমস খেলে, চ্যাট করে, ফোনে লেগে থাকে, বন্ধুদের সাথে বিভিন্ন জয়েন্টে হ্যাঙ আউট করে। এক একটা কিশোর কিশোরী একেকটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপ যেন। আজকালকার তরুণ তরুণীদের হাতে ভালো কোনো বই কি চোখে পড়ে।

https://xtremepape.rs/

মার্ডার মিষ্ট্রি, রোমান্স বড়োজোর হ্যারি পটার। মিদুর বাবার খুব ভালো লাগে এই ভেবে যে মিদু একটু ব্যাকডেটেড, যদিও টিভিতে কোনো অল্প পোশাকের মডেল দেখলে, পড়ে না চোখের পলক, বাবার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসে, কিন্তু সমবয়সী মেয়েদের আপু বলে ডাকে। […]

মিদু মাঝে মধ্যে ভাব দেখাবে যেন সে ভাজা মাছটা উল্টে খেতে জানে না কিন্তু কেউ হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলে তাকে নিয়ে কিভাবে ঠাট্টার হাসি হাসতে হবে, ধমক দিলে কিভাবে ম্যানেজ করতে হবে এসব বুদ্ধি ষোলো আনা। আর ভয়ঙ্কর সব ফাজলামি বুদ্ধি মাথায়।

মাসকাওয়াথ আহসান, *সতত হে নদ* (২০০৫)

https://xtremepape.rs/

2.

অলৌকিক চা পরব

এই সিক্ত বাংলাদেশে বালি ও পাথর খুঁজে খুঁজে
হয়রান হয়েছি আমি। বহু কষ্টে এক ট্রাক বালি
কিনেছি দালাল ধরে, কংসাবতী নদীর ত্রিভুজে
ট্রাকের চাকার দাগ এঁকে। আমি ধুলোমাখা, খালি

পায়ে হেঁটে গেছি দুর পাহাড়ে ও সমুদ্র-খাঁড়িতে—
শুদ্ধ পাথরের খোঁজে। বহুদিন মদ-মাংস স্পর্শও করিনি,
দৃষ্টি যাতে তীক্ষ্ণ হয় বনসেকি-শিল্পের মতো; আচম্বিতে
যাতে আমি স্থির চোখে সঠিক পাথরটিকে চিনি।

এমন পাথর, যাকে জল আর বাতাসের অনন্ত আঘাত
দিনরাত গড়ে-পিটে বানিয়েছে সুমসৃণ, মৌন, মহাকায়।
যার মধ্যে বাকরুদ্ধ জল আর বাতাসের বিচ্ছেদের রাত—
এমন পাথর, যার শুদ্ধ আকৃতির কাছে সমস্ত শূন্যতা ঝরে যায়।

সেসব পাথর আমি বসিয়েছি বাগানের ভিন্ন ভিন্ন কোণে
যেভাবে পৃথিবীপৃষ্ঠে বসে থাকে চোর, সাধু, মহিষ, [...]
যেভাবে আশ্রয়হীন মানুষেরা মেঘে-বজ্রে দৈববাণী শোনে—
সেসব পাথর দেখে তুমি ভুলে যাবে স্বর্ণ, ঘৃত, জয়টীকা!

চা-পানের ঘরে বসে মনে হবে, কাছেই পাহাড়,
মনে হবে একটি ঝর্না শব্দ করে নামছে পাতালে
মনে হবে, সে-ঝর্নায় আলুথালু [...]
স্নানদৃশ্য ফুটে উঠছে, সারাদিন, ছায়ারৌদ্রজালে।

কলকাতা থেকে তুমি ধোঁয়া-ধুলো-মিছিল পেরিয়ে
আসবে আমার সঙ্গে, ট্যাক্সি চড়ে, সামান্য অবাক!
কেন এই পাগলামো—নেশাবস্তু আকণ্ঠ খাইয়ে
হবে নাকি দ্বিপ্রহরে শরীরে শরীর পুড়ে খাক্?

https://xtremepape.rs/

আমার চায়ের ঘরে দ্বিধাগ্রস্ত পা রাখবে তুমি,
মাদুরে মুদ্রিত হবে ধুলিছাপ—লঘু চর্যাপদ!
চতুর্দিকে বাগানের গাছ, পাখি, কীট, শিলাভূমি
তোমার দৃষ্টির স্পর্শে হয়ে উঠবে তোমারই সম্পদ।
উনুন ধরাবো আমি কয়লার কালো বৃক্ষ-শবে;
তুমি শুধু টুলে বসে কেটলিতে ফুটন্ত জলের
দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দ কান পেতে শুনবে নীরবে;
জলের দহনজ্বালা দু'চোখের মধ্যে পাবে টের,

প্লেটে করে কিছু ভাঙা, মফস্বলি হাটের বিস্কুট
টেবিলে রাখবো, তুমি বনগাঁর চাল-পসারিণী
নও, তবু অজান্তেই খুলে দেখবে আঁচলের খুঁট—
সিকি বা আধুলি নেই, আছে স্মৃতি, দুঃখ-বিকিকিনি।

অতিশয় যত্নে আমি বানাবো সবুজ, ঘন চায়ের লিকার
টোল-খাওয়া এনামেল বাটি ভরে সেই চা তোমাকে
নিঃশব্দে এগিয়ে দেবো। তুমি দেখবে, সব আংটি, সব অঙ্গীকার
চায়ের ধোঁয়ার সঙ্গে উড়ে যাচ্ছে সাদা পাকে পাকে।

গভীর বিস্ময় নিয়ে তুমি সেই চায়ের বাটির
টোল-খাওয়া ভাঁজটিতে হেসে উঠবে ধাতব মুদ্রায়!

[…]

বাগানে, আলোর মধ্যে, খেলা করবে বহু ধর্মমত।
আমরা দু'জনে বসে চা খাবো নীরবে, মুখোমুখি।
সোনা ব্যাঙ লাফ দিয়ে পার হয় যেটুকু জগৎ—
আমরা দু'জনে সেই ভূমিটুকু ছুঁয়ে হবো সুখী!

রণজিৎ দাশ, *সন্ধ্যার পাগল* (২০০৪)

https://xtremepape.rs/